বিষয়বস্তুঃ সূরা ফালাক

জুমাদাল ঊলা মাসের প্রথম জুমুআর বয়ান

(৭ জুমাদাল ঊলা ১৪৪৪ হিজরী, ২ ডিসেম্বর ২০২২)

প্রকাশনায়ঃ জামিয়া নু'মানিয়া, মিম্বার ও মিহরাব বিভাগ।

বয়ানটির সর্বস্বত্ব জামিয়া কর্তৃক সংরক্ষিত।

আমাদের ওয়েবসাইটঃ www.jamianumania.com

ক্রমিক নং ৭৫

نَحْمَدُهُ وَنُصَلِّيْ عَلٰى رَسُوْلِهِ الْكَرِيْمِ أَمَّا بَعْدُ: فَاَعُوْذُ بِاللهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ ۞ بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ۞ قُلْ أَعُوْذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ ۞ مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ ۞ وَمِنْ شَرِّ غَاسِقٍ اِذَا وَقَبَ ۞ وَمِنْ شَرِّ النَّفّٰثٰتِ فِي الْعُقَدِ ۞ وَمِنْ شَرِّ حَاسِدٍ اِذَا حَسَدَ ۞ صَدَقَ اللهُ الْعَظِيْمُ

সম্মানিত সুধীবৃন্দ ! আজ জুমাদাল ঊলা মাসের ৭ তারিখ, প্রথম জুমুআ। আজ আমরা সূরা ফালাকের তরজমা ও তাফসীর করব, ইনশা আল্লাহ।

এ সূরাটি কুরআন করীমের ১১৩ নম্বর সূরা। মদীনায় অবতীর্ণ হয়েছিল। এ সূরার মধ্যে মোট ৫টি আয়াত আছে। প্রথমে আমরা তরজমা লক্ষ্য করি। আল্লাহ তায়ালা বলেছেনঃ

قُلْ أَعُوْذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ

“হে নবী ! আপনি বলুনঃ আমি আশ্রয় গ্রহণ করছি প্রভাতের পালনকর্তার।”

مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ

“তিনি যা কিছু সৃষ্টি করেছেন, তার অনিষ্ট থেকে।”

وَمِنْ شَرِّ غَاسِقٍ اِذَا وَقَبَ

“আর অন্ধকার রাতের অনিষ্ট থেকে (আশ্রয় গ্রহণ করছি) যখন তা সমাগত হয়।”

وَمِنْ شَرِّ الْنَّفّٰثٰتِ فِي الْعُقَدِ

“এবং চুলের গেরোয় ফুঁৎকার দেওয়া জাদুকারিনীদের অনিষ্ট থেকে আল্লাহর আশ্রয় গ্রহণ করছি।”

وَمِنْ شَرِّ حَاسِدٍ اِذَا حَسَدَ

“এবং হিংসুকের অনিষ্ট থেকে (আশ্রয় চাচ্ছি) যখন সে হিংসা করে।” এ পর্যন্ত সূরা ফালাকের তরজমা শেষ হল। এবার আমরা তাফসীর লক্ষ্য করি।

সম্মানিত উপস্থিতি !

আমরা ইতিপূর্বে জেনেছি যে, এ সূরাটির নাম হল, সূরা

ফালাক। তাফসীরে তবারীতে লেখা আছে, ‘ফালাক’ মানে সকালের আলো। যেহেতু এ সূরার শুরুতেই প্রভাতের প্রভুর নিকট আশ্রয় চাওয়ার কথা আছে, তাই এ সূরাটিকে ‘ফালাক’ নাম দেওয়া হয়েছে। যদিও মুফাস্‌সিরগণ ফালাক শব্দের আরও কয়েকটি অর্থ উল্লেখ করেছেন। যেমন, কেউ কেউ বলেছেনঃ ফালাক মানে, জাহান্নামের জেলখানা। কেউ বলেছেনঃ ফালাক মানে, জাহান্নামের গভীর কুয়ো। আবার কেউ বলেছেনঃ ফালাক মানে, জাহান্নামের একটি স্তর।

মনে রাখা দরকার যে, এই সূরা ফালাক এবং এর পরবর্তী সূরা নাস, এ দু’টি সূরা একই সাথে মদীনায় নাযিল হয়েছিল। আর এ সূরা দু’টিকে একত্রিতভাবে مُعَوَّذَتَيْن বলা হয়।

এ সূরা দু’টিকে مُعَوَّذَتَيْن বলার বিশেষ কারণ হল, যেহেতু এদু’টি সূরার মাধ্যমে আল্লাহর নিকট সমস্ত মাখলূকাতের ক্ষতি এবং যাবতীয় অনিষ্ট থেকে আশ্রয় চাওয়া হয়, তাই এ সূরা দু’টিকে مُعَوَّذَتَيْن বলা হয়।

আসলে এ সূরা দু’টি জাদু ও বদনজর থেকে

হিফাযতের জন্য অবতীর্ণ হয়েছিল। তাফসীরের সমস্ত কিতাবে লেখা আছে, রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের উপর ইসলামের চরম শত্রু ইয়াহূদীরা জাদু করেছিল। যার ফলে নবী সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম দীর্ঘদিন ধরে অসুস্থ ছিলেন। অবশেষে আল্লাহ তায়ালা এ সূরা দু'টি অবতীর্ণ করে নবীজিকে বলেছিলেনঃ আপনি এ সূরা দু'টি পড়ে নিজের শরীরে ফুঁক দিন। যার ফলে নবী সুস্থ হয়ে উঠেন।

এ সম্পর্কে বিস্তারিত ঘটনা তাফসীরে ইবনে কাসীরের মধ্যে লেখা আছে। সহীহ বুখারীর ৫৭৬৩ নম্বর হাদীসে আম্মাজান হযরত আইশা সিদ্দীকা (রযি) থেকে বর্ণিত আছে, বনূ যুরাইক নামক ইয়াহূদী বংশের লাবীদ বিন আ'সাম নামে এক ইয়াহূদী রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে জাদু করেছিল। যার ফলে রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম দৈহিক ও মানসিক দিক দিয়ে অস্বস্তি বোধ করতেন। তাঁর মনে হত, যেন তিনি কোন কাজ করেছেন, অথচ তা তিনি করেন নি।

মোটকথা, তিনি দীর্ঘদিন ধরে ওই জাদুর কারণে অস্বস্তিতে ভুগছিলেন। আম্মাজান হযরত আইশা সিদ্দীকা (রযি) বলেনঃ অতঃপর একদিন রাতে তিনি আমার কাছে ছিলেন। সেদিন তিনি বার বার নিজের সুস্থতার জন্য আল্লাহর কাছে দুআ করতে থাকেন। তারপর সকালে উঠে তিনি বললেনঃ হে আইশা ! আজ রাতে আমি আল্লাহর কাছে যা জানতে চেয়েছিলাম, তিনি আমাকে তা জানিয়ে দিয়েছেন। অর্থাৎ, আমার এমন অবস্থা কেন হচ্ছে, আল্লাহ তায়ালা আমাকে তা জানিয়ে দিয়েছেন।

আমি স্বপ্নে দেখলাম, আমার কাছে দু'জন ফেরেশতা এসেছেন। এদের একজন আমার মাথার কাছে আর অপরজন আমার পায়ের কাছে বসলেন। একটি হাদীসে এসেছে, এই দু'জন ফেরেশতা ছিলেন জিবরাঈল ও মিকাঈল আলাইহিমাস সালাম।

যাইহোক, ফেরেশতা দু'জনের একে অপরকে জিজ্ঞেস করলেন, নবী মুহাম্মাদের কী হয়েছে ? অপরজন বললেনঃ জাদু করা হয়েছে। তারপর জিজ্ঞেস করলেন, কে জাদু

করেছে ? অপরজন বললেনঃ লাবীদ বিন আ'সাম। অতঃপর জিজ্ঞেস করলেন, কী দ্বারা জাদু করেছে ? বললেনঃ চিরুনী ও মাথার চুল এবং মদ্দা খেজুর গাছের মুচি নিয়ে জাদু করেছে। জিজ্ঞেস করলেন, জাদুর জিনিসগুলো কোথায় রাখা আছে ? বললেনঃ 'যী আরওয়ান' নামে একটি বর্জিত কুয়োর মধ্যে। অতঃপর রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কয়েকজন সাহাবীকে সাথে নিয়ে সেই কুয়োর কাছে পৌঁছলেন এবং সেই কুয়োর তলা থেকে জাদুর বস্তুগুলি তুলে নষ্ট করলেন।

সুধী বন্ধুগণ ! ইবনে হাজার আস্কলানী (রহ) এ হাদীসের ব্যাখ্যায় ফতহুল বারীতে লিখেছেন, ইমাম ওয়াকিদী (রহ) বলেছেনঃ রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের উপর জাদু করার এ ঘটনাটি ঘটেছিল ৬ হিজরীতে হুদায়বিয়ার সন্ধির পর সপ্তম হিজরীর মুহার্‌রম মাসে।

হতভাগা ইয়াহূদী নবীজিকে কীভাবে জাদু করেছিল, সে ঘটনার বিবরণ এই যে, ইয়াহূদীদের নেতারা লাবীদ বিন

আ'সামের নিকট হাযির হয়ে বলেছিলঃ আমরা মুহাম্মাদকে বহুবার জাদু করে দেখেছি, কোন কাজ হয়নি। তুমি আমাদের মধ্যে সবচেয়ে বড় জাদুকর। তুমি যদি একটু জাদু করে দিতে পার, তাহলে আমরা তোমাকে অনেক নজরানা দিব। তাদের এ কথা শুনে লাবীদ বিন আ'সাম মাত্র ৩ টি স্বর্ণমূদ্রার বিনিময়ে নবীকে জাদু করেছিল।

সহীহ বুখারীর ব্যাখ্যাগ্রন্থ ফতহুল বারীতে লেখা আছে, লাবীদ বিন আ'সাম বাহ্যিকরূপে একজন মুসলিম ছিল। আল্লাহর নবীর পিছনে সকল সাহাবীদের সঙ্গে নামাযও পড়ত। কিন্তু আসলে সে ছিল একজন পাক্কা মুনাফিক।

তাফসীরে ইবনে কাসীরে লেখা আছে, লাবীদ বিন আ'সাম রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের একটি খাদিমের মাধ্যমে তাঁর মাথার চুল ও চিরুনী যোগাড় করেছিল। অতঃপর একটি চুলে জাদুমন্ত্র পড়ে এগারটি গেরো বেঁধেছিল। তারপর সেটা মদ্দা খেজুর গাছের মুচির মধ্যে রেখে একটি বর্জিত কুয়োর মধ্যে পাথর চাপা দিয়ে রেখে দিয়েছিল।

তবাকাতে ইবনে সা'দ নামক কিতাবে লেখা আছে, যখন ফেরেশতারা নবীজিকে ওই জাদু সম্পর্কে জানালেন, তখন নবী সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ৩ জন সাহাবীকে সাথে নিলেন। তাঁরা হলেন হযরত আলী, যুবাইর ইবনুল আওয়াম ও আম্মার বিন ইয়াসির রযিয়াল্লাহু আনহুম। এই ৩জন সাহাবীকে সঙ্গে নিয়ে বনূ যুরাইক গোত্রের মহল্লায় পৌঁছে গেলেন। সেখানে গিয়ে জুবাইর বিন আয়াস নামে এক ব্যক্তিকে ডাকলেন। তিনি ছিলেন ওই গোত্রের সাহসী মানুষ। নবীজি তাঁকে কুয়োর মধ্যে নামতে বললেন। জুবাইর বিন আয়াস (রযি) কুয়োর মধ্যে নেমে কুয়োর সমস্ত পানি বের করে ফেললেন। নবীজি বললেনঃ দেখ, একটি ভারি পাথরের নিচে একটি খেজুরের মুচির মধ্যে একটি চিরুনী আছে। ওটাকে বের করে আন।

মাওয়াহিবুল লাদুন্নিয়াহ কিতাবের ৩ খণ্ডের ৪৮ পৃষ্ঠায় লেখা আছে, জুবাইর বিন আয়াস যখন পাথর সরিয়ে জাদুর বস্তুটি বের করে আনলেন, তখন নবীজি সূরা ফালাক ও সূরা নাস, সূরা দু'টির একটি করে আয়াত পড়তে লাগলেন

আর জাদুর একটি করে গেরো খুলতে লাগলেন। এভাবে তিনি এগারোটি গেরো খুলে ফেলেছিলেন।

বড় চমৎকার বিষয় হল, লাবীদ বিন আ'সাম জাদুর চুলে ১১ টি গেরো লাগিয়েছিল। আর আল্লাহ তায়ালাও জাদুর সেই ১১ টি গেরো নষ্ট করার জন্য সূরা ফালাকের ৫ টি আয়াত ও সূরা নাসের ৬ টি আয়াত, দু'টি সূরার মধ্যে মোট ১১ টি আয়াত নাযিল করেছিলেন।

ইমাম কস্‌তলানী (রহ) লিখেছেন, নবী সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সূরা ফালাক ও সূরা নাসের একটি করে আয়াত পড়ে জাদুর গেরোয় ফুঁক দিতে লাগলেন আর এদিকে তিনি আস্তে আস্তে শরীর হালকা অনুভব করতে লাগলেন। অবশেষে এগারোটি গেরো খোলার পর তিনি পরিপূর্ণ সুস্থ হয়ে গিয়েছিলেন।

সূরা ফালাকের ফযীলতঃ

মুহতারম শ্রোতামণ্ডলী ! সূরা ফালাকের ফযীলত সম্পর্কে অসংখ্য হাদীস বর্ণিত আছে। এখানে আমরা একটি হাদীস লক্ষ্য করিঃ

সহীহ মুসলিমের ১৭৭৬ নম্বর হাদীসে হযরত উকবা বিন আমির (রযি) থেকে বর্ণিত আছে, একবার রসূলুল্লাহ সল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছিলেনঃ হে উকবা ! তুমি কি জান, আজ রাতে এমন কিছু আয়াত অবতীর্ণ হয়েছে, যার সমতুল্য আয়াত কখনও দেখা যায় নি। সে আয়াতগুলি হল, সূরা ফালাক ও সূরা নাসের আয়াত সমূহ।

সম্মানিত বন্ধুগণ !

রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সর্বদা সবরকম জাদু-টোনা ও ক্ষয়-ক্ষতি থেকে বাঁচার জন্য সূরা ফালাক ও সূরা নাস পড়তেন এবং সাহাবায়ে কিরামদেরকে এর উপর আমল করতে উৎসাহিত করতেন।

হাদীসের আলোকে সর্বমোট তিনটি সময়ে এ সূরা দু'টি আমল করার কথা জানা যায়। (১) সুনানে আবূ দাঊদের ৫০৮২ নম্বর হাদীসে এ সূরা দু'টি সকাল ও সন্ধ্যা পড়ার কথা বর্ণিত আছে। (২) সুনানে আবূ দাঊদের ১৫২৩ নম্বর হাদীসে প্রত্যেক ফরয নামাযের পর এ সূরা দু'টি পড়ার কথা বর্ণিত আছে। (৩) সহীহ বুখারীর ৫০১৭ নম্বর হাদীসে

বর্ণিত আছে, রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম প্রতিদিন রাতে ঘুমনোর সময় এদু'টি সূরা পড়ে নিজের দু'হাত একত্রিত করে ফুঁক দিতেন এবং গোটা শরীরে যতদূর সম্ভব হাত দু'টি বুলিয়ে নিতেন। এভাবে তিনবার করতেন।

দুআ করি, আল্লাহ তায়ালা আমাদের সকলকে আমল করার তাওফীক দান করুন। আমীন।

وَأٰخِرُ دَعْوَانَا أَنِ الْحَمْدُ للهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ

সংকলনেঃ মুফতী ইবরাহীম কাসিমী
(মুহাদ্দিস, কালিকাপুর মাদরাসা)
প্রচারেঃ মুফতী নাসীরুদ্দীন চাঁদপুরী
সহযোগিতায়ঃ মাওলানা আব্দুল মালিক হাফিযাহুল্লাহ
হাফিয আবু যার সাল্লামাহু ও মাষ্টার আশিক ইকবাল

নির্দেশনা

বয়ানের এ pdf কপিটি আপনাকে আমানত স্বরূপ দেওয়া হল। আশা রাখি, আপনি এটি শেয়ার করে আমানতে খিয়ানত করবেন না। (কর্তৃপক্ষ)